দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...02 MAR 1997... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭ ......

# জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে দু'টি গ্রুপ কাজকর্মে অচলাবস্থা

আবদুল মান্নান ।। মাসখানেক যাবত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এই নিয়ে দু'টি গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক অসহায় অবস্থায় এক রকম ঘেরাওয়ের মধ্যে অফিস করছেন। কোন কাজকর্ম হচ্ছে না।

একটি সূত্র জানায়, গ্রন্থকেন্দ্রের নতুন পরিচালক এসে অতীতের কিছু দুর্নীতি ও অনিয়ম খুঁজে বের করলে পরিচালক কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর রোষানলে পতিত হন। এই অবস্থায় কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিচালক ওসমান গনির বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও অযোগ্যতাসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে তার অপসারণ দাবী করেন। সূত্র জানায়, পরিচালককে যেহেতু অন্য কোথাও বদলি করা হয়নি বা

(৮-এর পাতায় দেখুন)

# জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে অচলাবস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তার বদলির সময় না হওয়ায় তিনি বৈধ কর্মকর্তা হিসেবে অন্তত তিন বছর এই কাজে এই স্থানে অবস্থান করবেন এটাই স্বাভাবিক। বিষয়টি মন্ত্রণালয় অবহিত হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে বা জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের অচলাবস্থা নিরসনে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় অনেকের মধ্যেই প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। এদিকে গত সোমবার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটা অংশ পরিচালক ওসমান গনির কক্ষ ঘেরাও করে এবং তার প্রতি রূঢ় আচরণ করা হয়। কেউ কেউ তাকে অপমান করার চেষ্টা করেন বলে সূত্র উল্লেখ করে। পরিস্থিতির যে কোন সময় অবনতি ঘটতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হচ্ছে। সূত্র জানায়, বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬ কোটি টাকার একটি বেসরকারী পাঠাগার উন্নয়ন প্রকল্পের বই বিক্রয় ও অর্থ বরাদ্দে অনিয়ম ও দুর্নীতি করা হয়। এই প্রকল্পের ৬ কোটি টাকার মধ্যে বেসরকারী পাঠাগারসমূহকে ৩ কোটি টাকা ক্যাশ অনুদান এবং বাকি ৩ কোটি টাকার বই বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বই বিক্রি বিতরণ কার্য এখনও অব্যাহত রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য যেসব লাইব্রেরী বই পাওয়ার কথা, সেসব লাইব্রেরী পায়নি এবং এখানকার কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা বিশেষ বিশেষ প্রকাশকের বই নিতে ঐসব লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করেন। বিশেষ সুবিধা ও প্রকাশকদের কাছ থেকে পারসেন্টেজ নেয়ার বিনিময়ে তারা বিশেষ বিশেষ প্রকাশকের বই কিনে নিতে লাইব্রেরীয়ানদের এক ধরনের বাধ্য করেন। সূত্র জানায়, গ্রন্থ উন্নয়ন প্রকল্প নামে বিগত (১৯৯১-৯৫) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আবার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নেও দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ বই মেলা অনুষ্ঠান, বুক ভ্যান ক্রয় ইত্যাদি নিয়ে এই প্রকল্পে বিগত সরকারের আমলে দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে। তদন্ত করা হলে সব অনিয়ম বের হয়ে পড়বে বলে সূত্র উল্লেখ করেন। এই প্রকল্প বাবদ আড়াই কোটি টাকা খরচ করা হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সালে ইউনেস্কোর ঘোষণা অনুযায়ী দেশের সার্বিক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকায় জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতদিন যাবত একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরে ১৯৯৫ সালে ৫ম জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশনে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র আইন পাস করা হয় এবং এই আইন বলে বর্তমানে কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রে লোকবল কাঠামো বাস্তবসম্মত নয় বলে সূত্র জানান।

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র গুলিস্তানে এই জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র অবস্থিত। এই কেন্দ্রের অধীনে ঢাকা মহানগর পাঠাগার নামে একটি পাঠাগার চালু করা হয়েছে। জরাজীর্ণ ভবনের কারণে মহানগর পাঠাগার ওসমানী উদ্যান থেকে মৃ[illegible] ভবনের ৫ম তলায় স্থানান্তর করা হ[illegible]ছে।

এদিকে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের এই অচলাবস্থার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বইয়ের জন্য আগত লাইব্রেরীসমূহের কর্তৃপক্ষ ফেরৎ যাচ্ছেন। এই কেন্দ্রের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী বলে সূত্র উল্লেখ করে।